...আর্কাইভস
৪৪৭

কথিকা

16.5.71
Evening.

আমরা যুদ্ধ চাইনি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর

আমরা যুদ্ধ চাইনি। আমরা যুদ্ধ চাইনা। যুদ্ধ মানব-সভ্যতার অভিশাপ। যুদ্ধ আনে ধ্বংসের বিভীষিকা। মানবতার মৃত্যু।

তবু আমরা যুদ্ধ করছি। কারণ যুদ্ধ না করে আমাদের উপায় ছিলোনা। পশ্চিম পাকিস্তানী জঙ্গী শাসকচক্র চক্রান্ত করে যুদ্ধ আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। তারা আমাদের ধ্বংস করার জন্য হিংস্র হায়েনার উদ্যত নখর তুলেছে— ওরা বাংলার মানুষকে চিরতরে গোলাম করে রাখার জন্য হীন ষড়যন্ত্রের মুখোশ ফেলেছে খুলে। ওরা এখন খোলাখুলি আক্রমণ করেছে — নিরীহ বাঙালীদের — হত্যা করছে নির্বিচারে — নির্যাতনের দুঃসহ বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে আমাদের উপর। নিরস্ত্র বাঙালীকে শায়েস্তা করার জন্য বর্বরেরা ব্যবহার করছে — ট্যাঙ্ক-কামান-বোমারু-বিমানের মতো মারাত্মক মারণাস্ত্র।

একদিকে ওরা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে, শহর করছে ধ্বংস — নিরীহ নাগরিকদের হত্যা করছে চরম নৃশংসভাবে — অন্যদিকে বেতারে চীৎকার করে বলছে এ আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। বিশ্ববাসীর চোখে ধুলো দেবার জন্য ওরা প্রচার করছে — আমরা শুধু দুষ্কৃতিকারী আর বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হত্যা করছি, তাড়িয়ে দিচ্ছি হিন্দুস্থানী অনুপ্রবেশকারীদের।

কিন্তু সবচেয়ে [illegible] ব্যাপার এই — জঙ্গী সামরিক সরকার প্রতিশ্রুতি ও আলাপ-আলোচনার [illegible] না করে লেলিয়ে দিয়েছে তার বেপরোয়া সৈন্যদের। [illegible] নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার [illegible] না করেই [illegible] শুরু করেছে [illegible]। এবং ওরা নির্বিচারে হত্যা [illegible] করেছে নারী-শিশু-বৃদ্ধ-যুবক-যুবতী [illegible] — হত্যার মেশিনগান চালিয়ে, কামান দেগে [illegible] করেছে শুরু। [illegible] ডিসেম্বর [illegible]

পাকিস্তানের তথাকথিত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁন ১৯৬৯-এর প্রথম গণ-অভ্যুত্থানের পর প্রথম সামরিক অভ্যুত্থানের নায়ক আইয়ুব খাঁনের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন। তিনি ওয়াদা করেছিলেন - গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যাবর্তনের জন্য তিনি সবকিছু করবেন, ব্যবস্থা করবেন অবাধ নির্বাচনের।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর

বাংলার মানুষ তাদের সমর্থন করেছিলেন তাঁর কথায়। ১৯৭০-এর ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনের বিপুল ভোট সাথের সাথে তাই — সাড়া দিয়েছিলো বাংলার আপামর ~~জনসাধা~~ জনতা। আর এ নির্বাচনে বাংলার স্বাধিকারের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে লাভ করেছিলো প্রায় সব কটি আসন।

আমরা জানি, বর্তমানের জঙ্গী শাসকগোষ্ঠী এ নির্বাচনকে স্বীকার করে নিয়েছিলো। কিন্তু তারা তাদের ওয়াদা রক্ষা করেনি। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন না ডেকে, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের মতামত প্রকাশের কোনো সুযোগ না দিয়ে — জঙ্গী শাসকচক্র ২৫শে মার্চে বে-আইনী ঘোষণা করলো বাংলার সাড়ে সাত-কোটি মানুষের কণ্ঠস্বরকে। বিশ্ব ইতিহাসে এমন নজির আর কোথাও আছে কি?

সামরিক শাসকের ধূয়া তুলেছে — বিচ্ছিন্নতাবাদের তারা বলছে। আর বাংলার সাড়ে সাতকোটি মানুষের উপর তারা নির্যাতনের ডান্ডা চালাচ্ছে অমিত বিক্রমে।

কিন্তু প্রশ্ন করি — সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধিকারের দাবীটি তারা কোন অধিকারে দেশদ্রোহ বলছে। কোন খেয়ালী বর্বরদের বলে পশ্চিম পাকিস্তানের ২২টি দস্যুর দেশপ্রেম লাভ করলো! কারা তাদের এ শোষণের অধিকার দিয়েছে এ অধিকার।

আর তাই দুনিয়াকে আজকে জানিয়ে দিতে চাই — পশ্চিম পাকিস্তানের নরপশুরা বাংলাকে উপনিবেশ মনে করে — তারা চায় সাধের সোনার বাংলার সকল সম্পদ লুট করতে, গোলাম করে রাখতে অনন্তকালের।

কিন্তু বাংলার দেশ অমিত বিক্রমে রুখে দাঁড়িয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের নরপশুদের এ নিষ্ঠুর ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে। যারা বাংলার মানুষকে হত্যা করে, যারা বাংলার মা-বোনের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলে — মুখে তারা বলে ইসলামের কথা, বলে সংহতির কথা, তাদের আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বাংলার — সাড়ে সাত কোটি নর-নারী শপথ নিয়েছে — তাদের সমূলে উৎখাত করে ছাড়বে, ঘরে-ঘরে দুর্গ গড়ে তুলবে। সে ... । আজকের বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ মুক্তির শপথ নিয়েছে॥

বাংলার কথা (১)

চ বি জা আর্কাইভ্‌জ
৪৪৬

১৯/৪/৭১

ঢাকা বেতারের অপর এক নাম কালোয়ার্স কোম্পানীর প্রচারযন্ত্র। কালোয়ার্স এবং রূপকথার কল্পলোক সামরিক শাহী নিয়ন্ত্রিত ঢাকা বেতার।

উচ্চশক্তির এই প্রচারযন্ত্রটিকে আমরা এই মুহূর্তেই হয়তো নিছকই বাতুল বলে উড়িয়ে দিতে পারবো না। কিন্তু অবাক হতে আপত্তি কি! আমরা অবাক হই — ঢাকা বেতারের এক একটি অনুষ্ঠান শুনি এবং অবাক হই। অবাক হই, যখন শুনি, বাংলা দেশের মানুষের মনোরঞ্জন করার জন্যে সে বেতার গান বাজায় নামে আমাদের কানে বিষ ছড়ায়। অবাক হই, বাংলা দেশের মানুষের হয়ে ওকালতী করার জন্যে যখন বেতারের মাইকের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় জনবিচ্ছিন্ন অপরিচিত নেতা বাংলার মীরজাফর-উমিচাঁদদের। অবাক হই, আমাদের চোখ-দেখা ঘটনাকে বিকৃত করে যখন খবর প্রচার করা হয়। এবং আমরা ব্যথিত হই, যখন শুনি আমাদেরই কোনো পরিচিত অসহায় কণ্ঠস্বর — যার জন্যে — আমরা ঠিকই বুঝতে পারি, উঁচিয়ে আছে তীক্ষ্ণ বেয়নেট।

এ ছাড়া একথাও আমরা পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারি — ঢাকা বেতারের যে কোনো অনুষ্ঠান যখন আমরা শুনি — বুঝতে পারি, তার ঘটনার মত অসার ঘটনার মিথ্যা।

এই যে কদিন আগেই ঘটা করে এক প্রস্তাব শোনানো একটি অপরিচিত শান্তিমিছিলের চিত্র-বিবরণী। বাংলা দেশের প্রধান শহর ঢাকা — সাড়ে তেরো লাখ মানুষের শহর ঢাকা। সে ঢাকার বুকে একটি শান্তিমিছিল হবে, এতে অবাক হবার কিছুই ছিল না। কিন্তু মাত্র একদিন আগে যারা আগুনের মুখোমুখি ঢাকা থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে, তারা যে বলতে পারে, তেরো লাখ মানুষের শহরে আজ শান্তিমিছিল করিয়ে তেমন জনে তেরো জন বাঙ্গালীও বেঁচে আছে কি না! আমরা তাই অবাক হই। তবে হ্যাঁ, শান্তিমিছিলের জন্যে মানুষের অভাব নেই। অভাব কেন হবে? কেননা ঢাকার অলিগলি পথে দাঁড়িয়ে আছে অগণিত রক্তলোলুপ জানোয়ার, অগণিত সেনাই — আর আছে তাদের পোষা অতিপ্রিয় দুষ্কৃতিকারীরা, যারা বাংলার দুধ খেয়ে কাল সাপ, বাংলার মাটিতে বিচরণ করেও বাংলার ভাষায় কথা বলে না। এবং আরো আছে বাংলারই অন্তত সন্তান একটির অতিকেই অনুপস্থিত। দু-একটি মন্ত্রী নয় নিশ্চয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর

× আমাদের বাসিন্দা। [illegible] তেমনি কম হয়,
যেমন: এখন কেউ টানটান থাকে। [illegible]
বাস্তব সাহিত্যের টানে। সে টানে। আর কাছে থেকে
[illegible] সম্মুখ যুদ্ধ। কিন্তু সে সময় কেউ একটাও মিলিটারিদের
সাথে নয়। [illegible] কেউ যে সাহস করে আমাদের সেটাই নয় বেআইনী।
সবাই কম খবর দেয় যে উর্দুভাষী ভলান্টিয়ার।

স্লোগান আর মিছিলের সাহিত্য হয়েছে - এর প্রয়োজনও ছিল বৈ কি দরকার। আর সে-ই নিয়ে [illegible] তাঁর বিচক্ষণী সাহসের করে সামরিক কর্তৃপক্ষ [illegible] যখন স্বাধীনতার ঘোষণা অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে [illegible] কি এমন অস্বাভাবিক? তখন [illegible] সময় অর্থাৎ ২৫ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত সৈন্য ও ৩০ থেকে ১৫ তারিখ উর্দুভাষী-ভাষীর উল্লাস ভূমি। সেটাই যেমন [illegible] ×

এটা যে [illegible] বোঝা সহজই আমাদের বুঝতে ভুল হয় না, যখন শুনি, একই সময়ে একদিকে যখন প্রচার করা হয়, বাংলা দেশের অবস্থা [illegible] স্বাভাবিক, জনজীবন স্বাভাবিক, [illegible] অফিস আদালতে কর্মচারীরা কাজে যোগ দিচ্ছে — অন্যদিকে [illegible] [illegible] করা হয়, তাদের প্রতি বাহিনীর কামান অগ্নিবর্ষণের কথা, বাণী দেয় হয়, কর্মচারীদের সত্বর কাজে যোগদানের [illegible] নির্দেশ। এ রকম পরস্পর বিরোধী ঘোষণা-র [illegible] বাহিনীর মুখে রূপকথার মতই [illegible] অবিশ্বাস্য বা হাস্যকর হয়।

[illegible]

কিন্তু এভাবেই যতই তারা সত্যকে 'চাপা দিয়ে রাখে তখন' তার [illegible] চাপা দেয়, তা [illegible] পারে না — সম্ভব নয়। বাংলার স্বাধীন বেতার (স্বাধীন-বাংলা) তাদের পরিবেশিত খবরের বিবৃতি-বক্তব্য থেকেই আসল সত্যটি বেছেই খুঁজে নিতে পারে।

আমাদের মনে পড়ে, দুইশ পঞ্চাশ [illegible] অধিকৃত অঞ্চলের মানুষ বাংলার মুক্তিফৌজ আর যে [illegible] জীবনপণ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, [illegible] যুদ্ধের [illegible] নিয়মিত যে এখন স্বাধীনভাবে উত্তর পাচ্ছে [illegible] হচ্ছে, তার সংবাদের প্রচারের সময় [illegible] তখন থেকে এক অপূর্ব পদ্ধতির অনুসরণ করে।

[illegible]

[illegible] হানাদারদের অগ্নিবর্ষণের কথা বলতে গিয়ে কখন তারা, দুষ্কৃতিকারীদের [illegible] হামলা দিচ্ছে এবং হানাদার-বাহিনীর [illegible] হাত থেকে তারা রক্ষা করতে গিয়ে বলে, [illegible] বাংলাদেশ [illegible] অনুপ্রবেশকারীর হামলা রোধে।

সে [illegible] ধরে দেখা, বিকৃত তথ্য আর কামানের প্রচারণা সত্ত্বেও [illegible] বাংলার পরিস্থিতি, বাংলার জনগণ [illegible] [illegible] পৌঁছেছে।

[illegible] সাহিত্যবিশারদ [illegible] চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] নং......

…তারী শফির কথিকা

[...] বাংলার নারী

উম্মে কুলসুম

রণাঙ্গন থেকে সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্মভূমি একটি দেশ — যে দেশের সর্বত্র আজ যুদ্ধের পরিবেশ। আমাদের এমন কোনো নগর-বন্দর গ্রাম-জনপদ নেই যেখানে যুদ্ধ নেই। সমস্ত বাংলা দেশটাই আজ এক বিস্তীর্ণ রণাঙ্গন। প্রতিটি বাঙালী নারী-পুরুষ এখানে দখলদার পাকিস্তানী সৈন্যদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার মরণপণ যুদ্ধে নিয়োজিত।

যুদ্ধ মানেই আগ্নেয়াস্ত্র হাতে শত্রুর সম্মুখীন হওয়া নয়। একটি জাতির স্বাধীনতা রক্ষা এবং একটি দেশকে সম্পূর্ণ শত্রুমুক্ত করার জন্যে সার্বিক তৎপরতাই আমাদের আজকের ~~যুদ্ধের~~ যুদ্ধ-কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। আমরা যুদ্ধ করছি দখলদার শত্রুর সঙ্গে অসহযোগিতার মাধ্যমে। যুদ্ধ করছি বাঙালিত্ব তথা সংস্কৃতির অনুশীলনের মাধ্যমে।

কোনো বিদ্রোহ দমন নয়, প্রকৃতপক্ষে রক্তের অপচয় নয় — বাঙালী স্বাধীনতার আর সব মানুষেরই আত্মসচেতন।

বিদ্রোহ দমনের প্রশ্নে আমাদের মনে পড়ে একটি গান-একটি কথা:

"আমি ভুলবো না ভুলবো না
তোমার বন্ধন
দেশের মাটি হাতে লাগাইছু রে।"

মাটিই যে আমার সোনার দেশের খাঁটি সোনা, দেশের মাটিই আমাদের অন্তর-ধন। এ মাটির সন্তান আমাদের মুক্তি আনবেই আর — দেশ মাতৃকার সম্ভ্রম সমৃদ্ধির ব্রতে পড়ছে, মাটির চেয়ে সুবর্ণ সম্পদ আর কি আছে? বাংলার মা-বোনেরা আর সব লোকজনেই আত্মত্যাগ বরণ করেছেন — বরণ করেছেন এই মাত্র মুখ বুজে। আর আমাদের তেজ বাড়ায়

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কোষ গ্রন্থাগার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
সং নং

বা বেঁচে যাওয়া অর্থ জমা হচ্ছে
মুক্তিযুদ্ধের তহবিলে, প্রতিদিন দূরের
ময়দানে মুক্তিবাহিনীর বীর জোয়ানদের
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের জন্যে এক একটি
বুলেট। অপূর্ব সেপ্টেম্বর— কেননা
যে প্রত্যাশী দেহ অবয়ব বাড়ছে, তা
আর বুলেট হয়ে হানাদার দস্যুদের বক্ষবিদ্ধ
করে রক্তের বান হয়ে বয়ে যাবে।
বঙ্গবন্ধুদের এই সেবার দুর্বার সংগ্রামে
আমরা একান্তই যার সাথে সহযোগিতা,
এবং আমরা প্রতি ক্ষেত্রেই অসহযোগিতা
করে চলেছি আমাদের দেশের শত্রু
মানবতার শত্রু পাকিস্তানী বর্বরদের সাথে,
বাংলা দেশের কোন এলাকায় ওরা
স্বস্তিতে আছে? এমন কোন এলাকাই
নেই এখন, যেখানে বাঙালী পুলিশই
এ সব দুর্বৃত্তদের কোন রকম সহ
প্রদর্শন করতে পারেন না। ওরা শত্রু,

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর
সাহিত্যবিশারদ কবির ... সংগ্রহ
৪৪৫(2)

তারা অবাঞ্ছিত একটা দেশ ও জাতি কেমন অবাঞ্ছিত হয়ে যেমন হয় ও তাদের শাস্তি। এখানে স্মৃতিতে আনতে হয় যদি হয় এদের বিদেশী বর্বর থেকে আমাদের একটি আত্মসচেতন মানুষ মুক্তি?

বাংলা দেশ এখন বিমুক্ত বলা যায়। দেশের সর্বত্র এখন আর কোন মুক্তি-যোদ্ধার বন্দুকের খবরে। আর এই ঠেকাবার আমাদের পারবে না বিতাড়িত বিদেশী বর্বর। এ কথা বিশ্ব জানে, ওরা কেমন হয় হেরেছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষায় বাংলার পলিমাটিতে দুর্বৃত্ত হানাদাররা ভাতে পানিতে মরবে। —

আমাদের বীর বলা বাহুল্য শত্রুদের মুখোমুখি প্রতিদিন তাদের হাতে তারা বিপুল সংখ্যায় নিহত হচ্ছে। আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রযাত্রায় প্রতি পদক্ষেপেই তারা পিছু হটছে, বিপর্যস্ত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যবিশারদ কক্ষ সং নং ৪৪৫৩

মুক্তধারা কাহিনীর কথিকা

৫

আমাদের দিনের দেশের অধিকৃত
এলাকাগুলোতে স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে
অনুশীলন করতে গিয়ে মুক্তিবাহিনীর
দলে অস্ত্রশস্ত্র দেবার সাথে সাথে
পাকিস্তানী শোষকদের বিরুদ্ধে অর্থ-
নৈতিক অবরোধও সৃষ্টি করে চলেছেন।
এ আন্দোলন দিনে দিনে বিজয়ের
আকারে যেতে পশ্চিম পাকিস্তানী
তথা বিদেশী-পণ্য অন্তর্ভুক্ত হবে,
এবং আর স্বাধীনতা বর্জন করেছেন।
বাংলাদেশ আর পশ্চিম পাকিস্তানী
পণ্যের বাজার নয়। এবারের দুয়োরাণী
~~...~~ বিদেশী-পণ্য সামগ্রীতে বাংলার
বাজার ছেয়ে আছিল — যেমন হতেন
এখানে ওখানে। এবার পবিত্র রমজানের
মাসের উপবাস ~~...~~ কালীন উপলক্ষ্যে আমাদের
স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সাহায্যের আবে-
দন করছেন। ইফতারীর বাদে

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কোষ গ্রন্থাগার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
৪৪৫৫(৪)
সং নং......

মুক্তাকারীর. কবির কথাবলী

বিদেশী অনুষ্ঠানের চাহিদার শেষ। সেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠানের উৎসবী বিরাম সংগ্রামের আয়োজন। কেমন মানবে? কেন আমরা ও সব রূপ ধরে একটি মূল্য শোষণযন্ত্রের সম্মুখীন হবো? আমাদের মতে কোনো কালে বাংলার উৎস মাটির বাসিন্দাদের কাছে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের উৎস। আর এই কারখানার বন্ধন্যা দৃঢ়তে মাতৃভূমিতে আমরা আর সাফল্য পাবো। পবিত্র রমজানের সংযম সাধনায় অসীম মূল্য। আমরা একটি আনন্দঘন ঈদ উৎসবের অপেক্ষায় আছি — সেই ঈদে সমস্ত শান্তমুক্ত বাংলাদেশের নাগরিকদের বৈষম্যহীন সচ্ছলতার অধিকারে সুখের ছোঁয়া লাগুক।।

সাহিত্যবিশারদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৪৪৫(৫)

চ বি জা আর্কাইভস
৪৪৪

অস্থায়ী প্রেসিডেন্টের ভাষণ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর
সং নং......

বাংলা দেশের সংগ্রামী ভাই বোনেরা !

বর্তমান মুহূর্তে আমাদের পবিত্র কর্তব্য যেমন অতি কঠিন তেমনি ও অসীম গৌরবের। কঠিন — কেননা আমাদের ওপর এক ভয়াবহ ও অপ্রত্যাশিত হামলা চালানো হয়েছে, নির্বিচার গণহত্যা ও লুট-ধ্বংস অগ্নিসংযোগ দ্বারা আমাদের জনজীবনকে করা হয়েছে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত। এবং বর্তমান মুহূর্ত আমাদের পক্ষে গৌরবোজ্জ্বল এজন্যে যে, বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ আজ দেশ থেকে হানাদার দুশমনদের বিতাড়িত করতে দৃঢ়সংকল্প।

ভেবে দেখুন ! আমাদের ওপর যে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তার জন্যে আমরা তৈরী ছিলাম না। আমরা চেয়েছিলাম, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা যে আন্দোলন শুরু করেছিলাম, তার লক্ষ্য ছিল শান্তিপূর্ণ পরিবেশে জনগণের অধিকার আদায় করতে। এর জন্যেই মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে সবার আগে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী দিই। বাংলা দেশের বঞ্চিত শোষিত মানুষ তাদের একমাত্র আশাভরসার প্রতীক বঙ্গবন্ধু ও তাঁর দলীয় প্রার্থীদের ভোট দিয়ে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করলেন। আমাদের তখন আশা ছিল, জনগণকে বঙ্গবন্ধু যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ৪৪৪(৩)

ও মুক্ত করেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক
গোষ্ঠীর চক্রের হাতে আমাদের সে আশা আকাঙ্ক্ষা
অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল। সুতরাং
আমাদের কাছে এখনই মনে হয় উঠলো, দেশের নির্যাতিত জনগণের,
পর প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আন্দোলন,
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে
তখন পূর্ব বাংলায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার
সামরিক শাসন — এ সময়ই ছিল বাংলার
জনসাধারণের সঙ্গে পাকিস্তানি সামরিক প্রেসিডেন্টের
এবং দেশবাসীর সঙ্গে বৈঠক
আলোচনা অন্য পর্যালোচনা এক নিরন্তর ষড়যন্ত্র।
বৈঠক চলে জাতীয় পরিষদের
অধিবেশন দাবী তুলে বাংলার
অবিসংবাদিত নেতা মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কথা
বৈঠকে আলোচনা চলে, সুচতুর ইয়াহিয়া নিজের
সমুদ্রতীরের সামরিক ঘাঁটিতে ফিরে এলেন।
এর পরের দিন রাতের
অন্ধকারে চলে গেলেন তিনি ইসলামাবাদের
পথে রওনা। আর তাঁর লেলিয়ে-দেয়া দস্যুর
মুক্তিকামী বাঙালীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এমন
নারকীয় তাণ্ডব লীলা সেই রাতে।

মনে পড়ে সেই রাত, ইয়াহিয়ার
নরপশু সেনারা যখন — রাত শেষ হয়েছিল: বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিব গ্রেফতার হলেন, তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ৪৪৪(১২) সং নং......

আওয়ামী লীগ মেনিফেস্টো:
ইত্যাদি। এখন হতে হবে, যাতে সত্যকারের অর্থনীতির শোষণ নির্মূলিত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং দেশপ্রেমী হবে।

কিন্তু আমাদের এখন হতে হবে সেই বাংলা, বাঙালী সংস্কৃতির আদর্শের চেতনার বিরুদ্ধে অপপ্রচার দূর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছি, বাংলার সংস্কৃতির প্রতি এবং যে চেতনাবোধ জাগছে, একারণে যেন প্রতিশ্রুতি রক্ষা পাচ্ছে, তাতে এমন কোন আদর্শের সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে আমরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে লাভ করছি না। অতএব এখন তাদের একমাত্র চরম অবস্থানের শেষ হবে, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে ধরার মত তার কোন ক্ষেত্র ছিল না। দীর্ঘ দুই যুগের শাসনের শেষ আমরা এক নতুন বাংলা দেশের এবং আমাদের নামে দেশের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত আমাদের মুক্ত দেশে, বাংলার সংস্কৃতির নিজস্ব রূপ একটি আদর্শের রূপ উঠেছে, তবে বাংলার একমাত্র সংস্কৃতির পথে সাহিত্যের ক্ষেত্রে হবে নতুন আদর্শের। এই মহান প্রয়াস, এখন থেকে চলবে সংগ্রামের বাংলা দেশ সরকার এবং যুক্ত হবে বাংলার মুক্তিবাহিনীর সংগ্রামের প্রতিরোধ সংগ্রাম। সাতকোটি মানুষের মুক্তি সংগ্রামে আমাদের সাহিত্য উদ্বুদ্ধ করে চলেছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর
সং নং ৪৪৪ (৩)

ভাবুন আমার! গর্বিত জীবনের এই ক্রান্তিকালে
বাংলার মুক্তিবাহিনীর প্রতি প্রাণ ঢালা সমর্থন
ও সার্বিক সাহায্য সহযোগ দিচ্ছেন আপনারা — তোমরা
আমাদের এর সাধন। পাকিস্তানী দস্যু বাহিনীর সামরিক
নীতি বিবর্জিত আক্রমণের মুখে আপনারা (আশ্রয়-
প্রার্থীদের দিয়েছেন অন্ন, বস্ত্র ও চিকিৎসা)
আপনাদের হৃদয়-উৎসারিত প্রীতি- সহানুভূতি, সহযোগ-
সমর্থন- সাহায্য স্বাধীন বাংলা দেশের জন্য - যে - অতুল অবদান
রেখে গেল - ইতিহাসে এবং আর সময়ের ও মানুষের ভেতর
আপনাদের যে - ত্যাগ ও ঐতিহ্যের অবিস্মরণীয় দিয়েছেন তা -
পৃথিবীর - ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, আর আমার
আপনাদের কীর্তি আমাদের কে- চির-স্মরণীয়- বন্ধু ভারতের
জীবী- বুদ্ধিজীবীদের সাথে, ও শিল্পীদের সাথে ও আপনাদের
মৈত্রী অমর। ইনশা আল্লাহ আমাদের জয়- অবশ্য হবেই, এ দেশ
স্বাধীন হবেই। আমাদের সংগ্রাম, ন্যায়ের সংগ্রাম, আমাদের
সংগ্রাম মানবিক সংগ্রাম, আমাদের সংগ্রাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে,
অত্যাচারের বিরুদ্ধে। মৈত্রী হোক- চিরন্তন।

জয় বাংলা

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলা দেশ
সরকার

চট্টিকা আর্কাইভস্
446

Please pay Rs. 100/00. Thanks
[signature] 28.10.71.

To
The Director,
Bhutan Trading Corporation
Tivoli Court,
1A, Bullygonj Circular Road,
Calcutta

Dear Sir,

Mr. Abul Quassem Sandwip M.A. was the Professor of Bengali and the Vice-Principal of the Fatickcheri College, Chittagong. He had to leave the country because of the Pakistani army atrocities. He is in great misery now. Rs 100/= only may kindly be granted out of the fund of His Majesty for the relief of the evacuees from Bangladesh.

Thanking you.

Yours faithfully,
Muhammad Khan
M.N.A.
28.10.71

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর
সং নং......
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মারক সংগ্রহশালা

[illegible]
৪৪২

জয় স্বাধীন বাংলার!

B'Cast ২৭/...

— আবুল কাসেম সন্দ্বীপ।
২১.৪.৭১.

মানবজীবনের সমৃদ্ধির পথে যুদ্ধ অবাঞ্ছিত। যুদ্ধ ধ্বংসোন্মাদ মানুষেরই অপ-সৃষ্টি। যুদ্ধের ফলে মানবজীবনের সমগ্র কল্যাণকর সম্ভার, সভ্যতা-শিল্প-সংস্কৃতি বিনষ্ট হয়ে যায় — নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ইতিহাস তার ঐতিহ্য — ভেঙে খানখান হয় স্মৃতির মিনার — ধূলিসাৎ হয় মানুষের শুভচিন্তার সমস্ত ফসল। যুদ্ধের ফলে বিরান হয়ে যায় জনপদ — শহর-নগর-বন্দর-গ্রাম।

আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর
সং নং......

কিন্তু কোনো জাতির শিল্প-সংস্কৃতি, সভ্যতা ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সমূলে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র নিয়ে যখন কোন সশস্ত্র যুদ্ধবাজ গোষ্ঠী একটা জাতির উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় তখন আক্রান্ত জাতিকে বাধ্য হয়ে তার মোকাবেলা করতে হয়। যেমনি করে একটা পূর্ব-পরিকল্পিত ও সংগঠিত পশু-শক্তির বিরুদ্ধে আজ আমাদের লড়তে হচ্ছে। যুদ্ধ আমাদের কাছে অবাঞ্ছিত, অপ্রত্যাশিত ও ঘৃণ্য। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থ-সম্পদ ও সাহিত্য-শিল্পকে যখন এক নাগাড়ে ধ্বংস করা হচ্ছে — আমাদের বুদ্ধিজীবীমহলকে যখন তালিকাভুক্ত করে হত্যা করা হচ্ছে তখন আমরা কিছুতেই চুপ থাকতে পারি না।

আমাদের শহর-নগর-বন্দর আর জনপদকে বিরান করার অপচেষ্টায় যখন দুশমনের বোমারু বিমান, মেশিনগান আর কামান গর্জে ওঠে তখন বাধ্য হয়ে আমাদেরকে যুদ্ধে নামতে হয়েছে। দুর্জয় সাহস আর দৃঢ় মনোবল নিয়ে আমরা আজ দুশমনের গতিপথ রুখে দাঁড়িয়েছি। আমাদের জীবন-মরণ পণ : দুশমনদের আমরা স্বাধীন বাংলার পবিত্র মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করবোই করবো।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর

আমরা যুদ্ধ করছি মুক্তির জন্যে — স্বাধীনতার জন্যে। আমাদের এই যুদ্ধ মুক্তির যুদ্ধ। মুক্তির যুদ্ধ কোনদিন কোনদেশে কখনো ব্যর্থ যায়নি। মুক্তিকামী মানুষের ইচ্ছাকে যায়নি দাবিয়ে রাখা। দুনিয়ার সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের মুক্তির ইতিহাস বিজয় আর সাফল্যের ইতিহাস। স্বাধীনতার ইতিহাস, অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার ইতিহাস। তাই আমাদের টিকে থাকতে হবে ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে — আমাদের মুক্তিবাহিনীর প্রাণ-পণ যুদ্ধ সেই ত্যাগ ও তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। অসীম ধৈর্য্য আর দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে অব্যাহত রয়েছে আমাদের অগ্রাভিযান।

সত্য, ন্যায় আর অধিকার প্রতিষ্ঠার এই মুক্তিযুদ্ধে জয় আমাদের সুনিশ্চিত। প্রতিদিনের সকালের সূর্যে তারি আলোর আভাস! জয় স্বাধীন বাংলার! জয় বাংলাদেশের বীর জনতার!

#

মহাফেজখানা আর্কাইভস (stamp)
৪৪৭

SWADHIN BANGLA BETAR KENDRA
GOVERNMENT OF BANGLADESH.
MUJIBNAGAR

Memo No. SPT/7I............. Date 3-IO-7I...........

To
~~Mr/Mrs/Miss~~ Mrs. Begum Umme Kulsum
C/o Mr. Belal Mohammad
Swadhin Bangla Betar Kendra

Dear Sir,

We are glad to offer you a contract of programme for broadcast from Radio Bangladesh as per description put below :

Particulars of the Programme	: Amader Mukti Sangram-O-Mohila
Date of Broadcast	: ~~II, I8, 25th October, I97I~~ IIth October, I97I (To be recorded on IO-IO-7I at II A.M.)
Time of Broadcast	: As required.
Duration	: 5 minutes
Fee	: Rs. 20/00 (Rupees twenty only)

If the offer suits your convenience, we shall be grateful if you kindly send back to us the attached acceptance sheet duly signed by you within two days from the date of receipt of the contract . The broadcasting rules of Radio Bangladesh are ~~printed overleaf~~ attached herewith for your kind guidance.

Thanking you,

Yours Faithfully,

(Shamsul Huda Chowdhury)
(~~The Authority~~) Programme Organis
Radio Bangladesh.

For and on behalf of the
President of Bangladesh.

CONTD-2

BROADCASTING RULES

All scripts must be submitted at least three days ahead of Recording/Broadcasting. The contract is subject to the acceptance of the final manuscript(s) by the Radio Bangladesh Authority. Manuscripts if accepted shall be the property of Radio Bangladesh.

2. The Radio Bangladesh Authority reserves the right to delate, amend or improve any portion or reject the whole of a script. The Talker /Author may also be requested to submit a revised script to suit the broadcast.

3. In any case, the decision of the Authority regarding broadcast or with hold of a script from Broadcast will be final.

4. The responsibility of the originality of the talk/short story/poem lies with the talker /author/composer. The script should not only be his/her original but he must at the time of broadcast hold its complete copy right.

5. Government servants as well as employees of the organisations directly or indirectly connected with the Government of Bangladesh will accept remuneration as admissible under rules.

6. The acceptance of an offer or regret should be communicated within three days from the date of receipt of a contract. This is necessary to ensure broadcast of the programme as well as to accommodate others by substituting the original talker/artist.

7. The Talker/Artist will report for broadcast/recording at least half an hour before schedule.

8. In case of a last minute change of mind or inability to attend the programme for any other reason beyond the control of a talker/artist, he/she will so communicate to the Officer-in-Charge in writting at least 24 hours before broadcast.

9. The artist shall rehearse and perform to the best of his/her ability. He/she will carry out all reasonable instructions of the producer and /or any other Officer-in-Charge of the Programme to be appointed by the Swadhin Bangla Betar Kendra.

10. Radio Bangladesh Authority shall have the right to forbid the appearance of an artist before the microphone and to reject his performance if in the opinion of the Authority the artist is not sober enough or in a fit enough state of health to perform according to the standard expected of him. In such cases, the artist will not be entitled to the fees agreed upon or any portion thereof or to any compensation whatsoever.

~~[illegible]~~

[illegible]

বাংলাদেশ আর এক বিরাট
ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন। এদেশের
নেতৃত্ব আর একটি বিরাটের
ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন। বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান কুখ্যাত
ইয়াহিয়া খান আর তার দুর্বৃত্ত
সঙ্গীদের দ্বারা প্রতারিত
হয়েছেন। গণতান্ত্রিক উপায়ে
পাকিস্তানের রাজনৈতিক
ক্ষমতা হস্তান্তরের কার্যাবলী
যে ভাবে সুষ্ঠু ভাবে প্রযোজিত
হতে যাচ্ছিল, সে সময়
কুখ্যাত ইয়াহিয়া খান এক
^ (এখন) [illegible]
^ প্রতিবন্ধক। তার [illegible]

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর

(2) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর

পাকিস্তানি আধিপত্যবাদী

~~আর্মি গুলী~~ হানাদার

বাহিনী আমাদের

পবিত্র ভূমি সংখ্যা

স্বাধীন

দেশের ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ করতে

চাইছে আর এক দেশের

স্বেচ্ছাচার

~~নিজ~~ ~~[illegible] [illegible]~~ ~~[illegible]~~।

দেশকে — মরুভূমি করে

~~[illegible]~~ তাতে তোমার

অনাচারে

সংগ্রামী

হাজার হাজার

বাঙালী নিজেদের জীবনের

বিনিময়ে আর হানাদারদের

সাথে যুদ্ধ করে চলেছে।

মুক্তির লড়াই ~~[illegible]~~ রয়েছে

অস্ত্রহাতে। ঢাকা, খুলনা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর

যশোর, চট্টগ্রাম, রাজশাহী-র
রাজপথ আজ মুক্তিকামী
বাঙালীর রক্তে রঞ্জিত।
তাদের মহিমায় সমুজ্জ্বল
রাত্রিশেষের প্রতিটি উজ্জ্বল।
প্রতিদিনের প্রভাতের রক্তিম সূর্য
আমাদের জন্যে বয়ে
আনবে নবতর সাফল্য
ও নতুন উদ্যম।
স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের
নামে আমরা লড়াই করে
চলেছি। আমাদের এই
স্বাধীনতার জন্যে আমরা

4 চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর

দুনিয়ার মানুষের কাছে
~~আমরা~~ সাহায্য চাই।
আমাদের আকুল আবেদন
স্বাধীনতা সংগ্রামের
এই চরম মুহূর্তে
সাড়ে সাত কোটি
মুক্তিকামী বাঙালীকে
সব রকমের সাহায্য
করুন। দুনিয়ার শান্তিকামী
মানবতাবাদী রাষ্ট্র
সমূহের প্রতি আমাদের
আবেদন — আসুন,

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর

সত্তরের ১২ই নভেম্বরের
মনুষ্যধ্বংসের ~~পরে~~ বিধ্বংসী ঝড়ের পর
আপনারা যে ভাবে
সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে
এসেছিলেন আরও
ঠিক তেমনি ভাবে
আমাদের মুক্তিযুদ্ধে
সাহায্য করুন।
স্বাধীন সার্বভৌম
বাংলাদেশ গঠনের
এই লড়াইয়ে বাংলা-
দেশের সাড়ে সাত
কোটি মানুষকেই আপনারা

সাহায্য করুন।

আমাদের সংগ্রাম
স্বৈরাচারের
বিরুদ্ধে মুক্তির সংগ্রাম।
এই সংগ্রাম ~~বিভীষিকা~~
বিভীষিকাময় অত্যাচারের
বিরুদ্ধে সত্যের ও
ন্যায়ের সংগ্রাম।
তবে আমাদের সুনিশ্চিত
জয় আল্লাহ্‌র সাহায্যে
আমাদের হবেই।
(আমীন)। জয় বাংলা
বাংলা!

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর